ইসলামি আরবি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে

কামিল (স্নাতকোত্তর) ১ম পর্ব: আল-ফিকহ বিভাগ

ফিকহ ৪র্থ পত্র: আল কাওয়াইদুল ফিকহিয়্যাহ (পত্র কোড-৬৩১১০৪)

খ-বিভাগ: উসূলুল কারখী (সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন)

مجموعة (ج) أجب عن أربعة فقط

أقسام القواعد الفقهية ومراتبها

৪৫. **ما هي التقسيمات الرئيسية للقواعد الفقهية من حيث الشمول؟ وضح الفرق بين القواعد الكلية والقواعد الجزئية.** [ব্যাপকতার দিক থেকে ফিকহি কায়দার প্রধান প্রকারভেদগুলো কী কী? কুল্লী কায়দা (ব্যাপক নীতি) এবং জুযঈ কায়দার আংশিক নীতি) মধ্যে পার্থক্য ব্যাখ্যা কর।]

৪৬. **اذكر القواعد الفقهية الكلية الخمس الكبرى (الأمهات) التي اتفق عليها الفقهاء، ووضح سبب تسميتها بذلك.** [ফকীহগণ যে পাঁচটি প্রধান কুল্লী ফিকহি কায়দা (উম্মাহাত) সম্পর্কে একমত, সেগুলো উল্লেখ কর, এবং সেগুলোকে কেন এই নামে নামকরণ করা হয়েছে, তার কারণ ব্যাখ্যা কর।]

৪৭. **كيف تختلف مرتبة القاعدة الفقهية بناء على عدد الفروع الفقهية التي تندرج تحتها؟** [একটি ফিকহি কায়দার শ্রেণি (মারতাবা) এর অধীনে আসা ফিকহি শাখাগুলোর সংখ্যার উপর ভিত্তি করে কীভাবে ভিন্ন হয়?]

৪৮. **وضح التقسيم القائم على الاتفاق والخلاف؛ ما هي القواعد المتفق عليها والقواعد المختلف فيها؟** [ঐকমত্য এবং মতপার্থক্যের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত শ্রেণীকরণটি ব্যাখ্যা কর; কোনগুলো সর্বসম্মত কায়দা এবং কোনগুলোতে মতপার্থক্য রয়েছে?]

৪৯. **ما هي أسباب خروج بعض الفروع الفقهية عن القاعدة الفقهية الكلية؟ وهل هذا يضعف القاعدة؟** [কিছু ফিকহি শাখা-প্রশাখা কুল্লী ফিকহি কায়দা থেকে বেরিয়ে যাওয়ার কারণ কী? এবং এটি কি কায়দাকে দুর্বল করে দেয়?]

৫০. **تحدث عن أهمية تقسيم القواعد الفقهية في تسهيل دراستها وحفظها والتمييز بين مستوياتها.** [ফিকহি কায়দা অধ্যয়ন ও মুখস্থ করা সহজ করতে এবং সেগুলোর স্তরগুলোর মধ্যে পার্থক্য করতে শ্রেণীকরণের গুরুত্ব সম্পর্কে আলোচনা কর।]

৫১. **ما هو الضابط الفقهي، وكيف يختلف عن القاعدة الفقهية من حيث الخصوصية؟ وما هي مرتبته؟** [ফিকহি দাবেত কী, এবং স্বাতন্ত্র্যের দিক থেকে এটি ফিকহি কায়দা থেকে কীভাবে ভিন্ন? এবং এর স্তর কী?]

الفرق بين الفقه وأصول الفقه وقواعد الفقه

৫২. **بين العلاقة بين أصول الفقه والفقه؛ هل أحدهما سابق للآخر؟ وما دور كل منهما في استنباط الأحكام؟** [উসুলুল ফিকহ এবং ফিকহের মধ্যে সম্পর্ক সুস্পষ্ট কর; এদের মধ্যে কি একটি অন্যটির পূর্ববর্তী? এবং বিধান উদ্ভাবনে উভয়ের ভূমিকা কী?]

৫৩. **كيف تختلف ثمرة (غاية) دراسة كل من الفقه وأصول الفقه وقواعد الفقه؟** [ফিকহ, উসুলুল ফিকহ এবং কায়াদুল ফিকহ অধ্যয়নের ফল (উদ্দেশ্য) কীভাবে ভিন্ন হয়?]

৫৪. **هل يمكن اعتبار قواعد الفقه جسرا يربط بين الفقه وأصول الفقه؟ ناقش هذه الفكرة.** [কায়াদুল ফিকহ-কে কি ফিকহ এবং উসুলুল ফিকহ-এর মধ্যে একটি সেতু হিসেবে বিবেচনা করা যেতে পারে? এই ধারণাটি আলোচনা কর।]

৫৫. **اذكر الفرق بين الفقه وأصول الفقه وقواعد الفقه من حيث الاستدلال؛ هل هي استدلالات كلية أو جزئية؟** [প্রমাণের দিক থেকে ফিকহ, উসুলুল ফিকহ এবং কায়াদুল ফিকহের পার্থক্য উল্লেখ কর; এগুলো কি কুল্লী (ব্যাপক) নাকি জুযঈ (আংশিক) প্রমাণ?]

৫৬. **وضح العلاقة بين قواعد الفقه وبين مقاصد الشريعة، وهل تخدم إحداهما الأخرى؟** [কায়াদুল ফিকহ এবং শরীয়তের উদ্দেশ্য (মাকাসিদ) এর মধ্যে সম্পর্ক ব্যাখ্যা কর, এবং এদের মধ্যে কি একটি অন্যটির সেবা করে?]

نشأة القواعد الفقهية وتطورها وتعريف أشهر المؤلفات فيها والمؤلفين

৫৭. **كيف كانت نشأة القواعد الفقهية في عصر الصحابة والتابعين؟ وهل كانت مدونة في تلك الفترة؟** [সাহাবা ও তাবেয়ীগণের যুগে ফিকহি কায়দার উৎপত্তি কীভাবে হয়েছিল? এবং সে সময় কি তা লিপিবদ্ধ ছিল?]

৫৮. **تحدث عن دور الأئمة الأربعة (أصحاب المذاهب) في تأسيس القواعد الفقهية واستخلاصها من نصوص الشريعة.** [শরীয়তের নস থেকে ফিকহি

কায়দা প্রতিষ্ঠা করা এবং তা নিষ্কাশন করার ক্ষেত্রে চার ইমামের (মাযহাবের প্রতিষ্ঠাতা) ভূমিকা সম্পর্কে আলোচনা কর।]

৫৯. **اذكر مراحل تطور تدوين القواعد الفقهية، مبينا خصائص كل مرحلة.** [ফিকহি কায়দা লিপিবদ্ধ করার বিকাশের পর্যায়গুলো উল্লেখ কর, এবং প্রতিটি পর্যায়ের বৈশিষ্ট্য সুস্পষ্ট কর।]

৬০. **عرف بكتاب "الأشباه والنظائر" لابن نجيم، مبينا أهميته في تاريخ تدوين القواعد الفقهية عند الحنفية.** [ইবনে নুজাইমের কিতাব 'আল-আশবাহ ওয়ান-নাযাইর'-এর পরিচয় দাও এবং হানাফীদের নিকট ফিকহি কায়দা লিপিবদ্ধ করার ইতিহাসে এর গুরুত্ব ব্যাখ্যা কর।]

৬১. **من هو أول من جمع القواعد الفقهية في كتاب مستقل؟ وما هو عنوان ذلك الكتاب؟** [স্বয়ং সম্পূর্ণ কিতাবে ফিকহি কায়দা প্রথম কে সংগ্রহ করেছিলেন? এবং সেই কিতাবের শিরোনাম কী?]

৬২. **اذكر مؤلفا مشهورا في القواعد الفقهية لكل من المذهب المالكي والشافعي والحنبلي، مع ذكر اسم المؤلف.** [মালেকী, শাফেয়ী এবং হাম্বলী মাযহাবের প্রত্যেকটির ফিকহি কায়দার একটি করে বিখ্যাত রচনার নাম এবং লেখকের নাম উল্লেখ কর।]

৬৩. **تحدث عن دور المجلات الفقهية (كالمجلة) في تطبيق القواعد الفقهية في العصر الحديث.** [আধুনিক যুগে ফিকহি কায়দার প্রয়োগের ক্ষেত্রে ফিকহি সাময়িকীগুলোর (যেমন: আল-মাজাল্লা) ভূমিকা সম্পর্কে আলোচনা কর।]

৬৪. **ما هو دور ابن نجيم في تنقيح وتجميع القواعد الفقهية الحنفية؟ وما هي مصادره الأساسية في كتاب الأشباه والنظائر؟** [হানাফী ফিকহি কায়দা পর্যালোচনা এবং সংগ্রহে ইবনে নুজাইমের ভূমিকা কী? এবং আল-আশবাহ ওয়ান-নাযাইর কিতাবে তাঁর মৌলিক উৎসগুলো কী ছিল?]

৬৫. **متى كانت ولادة الإمام الكرخي تقريبا؟** [ইমাম কারখীর জন্ম আনুমানিক কখন হয়েছিল?]

৬৬. **أين كانت ولادة الإمام الكرخي، وبأي مدينة نشأ؟** [ইমাম কারখীর জন্ম কোথায় হয়েছিল এবং কোন শহরে তিনি বড় হয়েছিলেন?]

৬৭. **اذكر اسم أشهر شيخ تتلمذ عليه الإمام الكرخي.** [ইমাম কারখী যার কাছে শিক্ষা গ্রহণ করেছিলেন, তাঁর সবচেয়ে বিখ্যাত শায়খের নাম উল্লেখ কর।]

৬৮. **اذكر اسمى تلميذين مشهورين تخرجا على يد الإمام الكرخي.** [ইমাম কারখীর হাতে গড়ে ওঠা দু'জন বিখ্যাত ছাত্রের নাম উল্লেখ কর।]
৬৯. **ما هي مكانة الكرخي العلمية في الفقه الحنفي؟** [হানাফী ফিকহে কারখীর ইলমী অবস্থান কী ছিল?]
৭০. **بماذا لقب الإمام الكرخي من ألقاب تشير إلى منزلته؟** [ইমাম কারখী তাঁর মর্যাদার নির্দেশক কোন উপাধিতে ভূষিত হয়েছিলেন?]
৭১. **اذكر منقبتين (فضيلتين) اشتهر بهما الإمام الكرخي.** [ইমাম কারখী যে দুটি গুণাবলী (সদগুণ) এর জন্য বিখ্যাত ছিলেন, তা উল্লেখ কর।]
৭২. **ما هي قيمة كتاب "أصول الكرخي" في المذهب الحنفي؟** [হানাফী মাযহাবে 'উসূলুল কারখী' কিতাবের মূল্য কী?]
৭৩. **كيف ساهم الكرخي في خدمة وتدعيم المذهب الحنفي؟** [কারখী কীভাবে হানাফী মাযহাবের সেবা ও একে মজবুত করার ক্ষেত্রে অবদান রেখেছিলেন?]
৭৪. **ما هي أبرز خصيصة تميز فقه الإمام الكرخي؟** [ইমাম কারখীর ফিকহের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য কী যা তাঁকে আলাদা করে?]
৭৫. **متى كانت وفاة الإمام أبي الحسن الكرخي؟ (اذكر العام) -** [ইমাম আবুল হাসান আল-কারখীর মৃত্যু কখন হয়েছিল? (বছর উল্লেখ কর।)]
৭৬. **أين دفن الإمام الكرخي؟** [ইমাম কারখীকে কোথায় দাফন করা হয়েছিল?]

أقسام القواعد الفقهية ومراتبها
ফিকহি কায়দার প্রকারভেদ ও স্তরসমূহ

প্রশ্ন ৪৫: ব্যাপকতার দিক থেকে ফিকহি কায়দার প্রধান প্রকারভেদগুলো কী কী? কুল্লী কায়দা (ব্যাপক নীতি) এবং জুযঈ কায়দার (আংশিক নীতি) মধ্যে পার্থক্য ব্যাখ্যা কর।

(ما هي التقسيمات الرئيسية للقواعد الفقهية من حيث الشمول؟ وضح الفرق بين القواعد الكلية والقواعد الجزئية.)

উত্তর:

ভূমিকা: ফিকহি কায়দার পরিধি সব ক্ষেত্রে সমান নয়। কোনোটি পুরো শরিয়তকে বেষ্টন করে আছে, আবার কোনোটি নির্দিষ্ট অধ্যায়ে সীমাবদ্ধ। ব্যাপকতা বা শুমুলিয়াতের (الشمولية) দিক থেকে ফিকহি কায়দাকে প্রধানত দুই ভাগে ভাগ করা যায়।

প্রকারভেদ:

১. আল-কাওয়াইদ আল-কুল্লিয়াহ (القواعد الكلية): এগুলো হলো ব্যাপক বা সর্বজনীন কায়দা।

২. আল-কাওয়াইদ আল-জুযইয়াহ বা দাবেত (القواعد الجزئية أو الضوابط): এগুলো হলো আংশিক বা সীমিত কায়দা।

কুল্লী ও জুযঈ কায়দার পার্থক্য:

১. আল-কাওয়াইদ আল-কুল্লিয়াহ (ব্যাপক নীতি):

এগুলো ফিকহের এমন মৌলিক নীতি, যার অধীনে ইবাদত, মুয়ামালাত, জিনায়াতসহ ফিকহের প্রায় সকল অধ্যায়ের মাসআলা অন্তর্ভুক্ত থাকে। এগুলোকে 'উম্মাহাতুল কাওয়াইদ' বা কায়দার জননীও বলা হয়।

- **উদাহরণ: (الْأُمُورُ بِمَقَاصِدِهَا)** — "সকল কাজ নিয়তের ওপর নির্ভরশীল।" এই নীতিটি নামাজ থেকে শুরু করে ব্যবসা-বাণিজ্য পর্যন্ত সব ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

২. আল-কাওয়াইদ আল-জুযইয়াহ (আংশিক নীতি):

এগুলোকে ফিকহি পরিভাষায় সাধারণত 'দাবেত' (الضابط) বলা হয়। এগুলো ফিকহের নির্দিষ্ট কোনো একটি অধ্যায় বা বাব-এর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে। অন্য অধ্যায়ে এর প্রয়োগ হয় না।

- **উদাহরণ: (كُلُّ مَيْتَةٍ نَجِسَةٌ إِلَّا السَّمَكَ وَالْجَرَادَ)** — "মাছ ও ফড়িং ছাড়া সকল মৃত প্রাণী অপবিত্র।" এই নিয়মটি শুধুই পবিত্রতা ও খাদ্য অধ্যায়ের জন্য খাস।

উপসংহার: কুল্লী কায়দা হলো মহাসাগর, যা সব নদীকে ধারণ করে; আর জুযঈ কায়দা হলো একেকটি পুকুর, যা নির্দিষ্ট সীমানায় আবদ্ধ।

প্রশ্ন ৪৬: ফকীহগণ যে পাঁচটি প্রধান কুল্লী ফিকহি কায়দা (উম্মাহাত) সম্পর্কে একমত, সেগুলো উল্লেখ কর, এবং সেগুলোকে কেন এই নামে নামকরণ করা হয়েছে, তার কারণ ব্যাখ্যা কর।

اذكر القواعد الفقهية الكلية الخمس الكبرى (الأمهات) التي اتفق عليها الفقهاء، ووضح سبب تسميتها بذلك.)

উত্তর:

ভূমিকা: ফিকহ শাস্ত্রের হাজারো কায়দার মধ্যে এমন পাঁচটি কায়দা আছে, যেগুলোর ওপর সমস্ত মাযহাবের ফকীহগণ ঐকমত্য পোষণ করেছেন। এগুলোকে বলা হয় 'আল-কাওয়াইদ আল-ফিকহিয়্যাহ আল-কুবরা' (القواعد الفقهية الكبرى)।

পাঁচটি প্রধান কায়দা (الأمهات):

১. (الْأُمُورُ بِمَقَاصِدِهَا): সকল কাজ নিয়তের ওপর নির্ভরশীল।

২. (الْيَقِينُ لَا يَزُولُ بِالشَّكِّ): নিশ্চিত বিশ্বাস সন্দেহের দ্বারা দূর হয় না।

৩. (الْمَشَقَّةُ تَجْلِبُ التَّيْسِيرَ): কষ্ট বা শ্রান্তি সহজতাকে আনয়ন করে।

৪. (الضَّرَرُ يُزَالُ): ক্ষতি দূরীভূত করতে হবে।

৫. (الْعَادَةُ مُحَكَّمَةٌ): প্রথা বা রীতিনীতি বিচারক হিসেবে গণ্য (যদি তা শরিয়ত বিরোধী না হয়)।

(উল্লেখ্য: কেউ কেউ ষষ্ঠ আরেকটি কায়দা যোগ করেছেন: "ই'মালুল কালামি আওলা মিন ইহমালিহি" — তবে প্রধানত এই পাঁচটিই সর্বজনস্বীকৃত)

নামকরণের কারণ:

এগুলোকে 'উম্মাহাত' (মায়ের বহুবচন) বা 'আল-কুবরা' (সর্ববৃহৎ) বলা হয় দুটি কারণে:

১. ব্যাপকতা: ফিকহ শাস্ত্রের প্রায় ৭০-৮০ ভাগ মাসআলা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে এই পাঁচটি কায়দার অধীনে চলে আসে। ইমাম সুয়ূতী (রহ.) বলেন, "এমন কোনো ফিকহি অধ্যায় নেই যা এই পাঁচটির কোনো না কোনোটির অন্তর্ভুক্ত নয়।"

২. উৎসের ভিত্তি: এই কায়দাগুলো সরাসরি কুরআন ও সুন্নাহর সুস্পষ্ট নস থেকে উৎসারিত। যেমন, 'আমালু বিন নিয়াত' হাদিস থেকে প্রথম কায়দাটি এবং 'লা দারারা ওয়া লা দিরা' হাদিস থেকে চতুর্থ কায়দাটি এসেছে।

উপসংহার: এই পাঁচটি কায়দা হলো ইসলামি শরিয়তের মেরুদণ্ড। এগুলো আয়ত্ত করলে পুরো ফিকহ শাস্ত্রের ওপর দখল চলে আসে।

প্রশ্ন ৪৭: একটি ফিকহি কায়দার শ্রেণি (মারতাবা) এর অধীনে আসা ফিকহি শাখাগুলোর সংখ্যার উপর ভিত্তি করে কীভাবে ভিন্ন হয়?

كيف تختلف مرتبة القاعدة الفقهية بناء على عدد الفروع الفقهية التي تندرج (تحتها؟

উত্তর:

ভূমিকা: সকল ফিকহি কায়দার মর্যাদা বা 'মারতাবা' এক নয়। এর অধীনে কতগুলো 'ফুরু' বা শাখাগত মাসআলা আছে, তার ওপর ভিত্তি করে এর শ্রেণিবিন্যাস করা হয়। এটি অনেকটা পিরামিডের মতো।

শাখা সংখ্যার ভিত্তিতে কায়দার স্তরবিন্যাস:

১. সর্বোচ্চ স্তর (আল-কাওয়াইদ আল-কুবরা):

যেই কায়দাগুলোর অধীনে ফিকহের সকল বা সিংহভাগ অধ্যায়ের অগণিত মাসআলা অন্তর্ভুক্ত থাকে। এর সংখ্যা মাত্র ৫টি (যা পূর্বের প্রশ্নে উল্লেখ করা হয়েছে)। এগুলো শরিয়তের মূল মাকাসিদ রক্ষা করে।

২. মধ্যম স্তর (আল-কাওয়াইদ আল-আগম্ম):

এগুলো ৫টি প্রধান কায়দার চেয়ে কম ব্যাপক, কিন্তু নির্দিষ্ট অধ্যায়ে সীমাবদ্ধ নয়। এগুলোকে 'কুল্লিয়াহ সুগরা' (ছোট ব্যাপক নীতি) বলা যেতে পারে।

- **উদাহরণ: (اَلتَّابِعُ تَابِعٌ)** — "অনুষঙ্গ মূলের অনুগামী হয়।" এটি বেচাকেনা, ইজারা এবং ওয়াকফসহ বিভিন্ন অধ্যায়ে ব্যবহৃত হয়, কিন্তু ৫টি প্রধান কায়দার মতো অতটা বিশাল নয়।

৩. সর্বনিম্ন স্তর (আদ-দাওয়াবিত বা আল-কাওয়াইদ আল-খাসসা):

এগুলোর পরিধি সবচেয়ে ছোট। এর অধীনে আসা শাখা মাসআলাগুলো খুব কম এবং তা একটি মাত্র অধ্যায়ে সীমাবদ্ধ থাকে।

- **উদাহরণ: (كُلُّ كَفَّارَةٍ فِيهَا إِعْتَاقٌ وَصِيَامٌ وَإِطْعَامٌ إِلَّا كَفَّارَةَ الْقَتْلِ وَالْجِمَاعِ)** — কাফফারা অধ্যায়ের একটি বিশেষ নিয়ম।

উপসংহার: সুতরাং, শাখার সংখ্যা যত বেশি, কায়দার মর্যাদাও তত ওপরে। আর শাখার সংখ্যা যত কম, কায়দাটি ততটাই সুনির্দিষ্ট বা 'দাবেত'-এর পর্যায়ে নেমে আসে।

প্রশ্ন ৪৮: ঐকমত্য এবং মতপার্থক্যের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত শ্রেণীকরণটি ব্যাখ্যা কর; কোনগুলো সর্বসম্মত কায়দা এবং কোনগুলোতে মতপার্থক্য রয়েছে?
(وضح التقسيم القائم على الاتفاق والخلاف؛ ما هي القواعد المتفق عليها والقواعد المختلف فيها؟)

উত্তর:

ভূমিকা: ফিকহি মাযহাবগুলোর মধ্যে উসুল ও দলিলের ভিন্নতার কারণে সব কায়দা সবার কাছে গ্রহণযোগ্য নয়। তাই গ্রহণযোগ্যতার ভিত্তিতে ফিকহি কায়দাকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়: মুত্তাফাক আলাইহা (সর্বসম্মত) এবং মুখতালাফ ফিহা (মতপার্থক্যপূর্ণ)।

১. সর্বসম্মত কায়দা (القواعد المتفق عليها):

যেসব কায়দার ব্যাপারে চার মাযহাবের (হানাফী, শাফেয়ী, মালিকি, হাম্বলী) ফকীহগণ একমত, সেগুলোকে সর্বসম্মত কায়দা বলে।

- **উদাহরণ:** পূর্বে উল্লেখিত **'আল-কাওয়াইদ আল-খামস'** বা ৫টি প্রধান কায়দা। এগুলোর ব্যাপারে কারও দ্বিমত নেই। কারণ এগুলো সরাসরি নস (কুরআন-সুন্নাহ) থেকে গৃহীত এবং আকল বা যুক্তির বিচারেও অকাট্য।

২. মতপার্থক্যপূর্ণ কায়দা (القواعد المختلف فيها):

যেসব কায়দা এক মাযহাবে গ্রহণযোগ্য কিন্তু অন্য মাযহাবে পুরোপুরি বা আংশিক গ্রহণযোগ্য নয়। এটি সাধারণত ইজতিহাদি দৃষ্টিভঙ্গির কারণে হয়।

- **উদাহরণ ১: (الْعِبْرَةُ بِعُمُومِ اللَّفْظِ لَا بِخُصُوصِ السَّبَبِ)** — "শব্দের ব্যাপকতাই ধর্তব্য।" হানাফী ও শাফেয়ীগণ এটি মানেন, কিন্তু কিছু কিছু ক্ষেত্রে মালিকি ও হাম্বলীগণ 'খুসসুসে সাবাব' বা প্রেক্ষাপটের দিকে বেশি নজর দেন।
- **উদাহরণ ২: (هَلِ الْفَرْضُ أَفْضَلُ أَمِ النَّفْلُ؟)** — "ফরজ উত্তম নাকি নফল?" সাধারণভাবে সবাই একমত যে ফরজ উত্তম। কিন্তু কোনো কোনো সুফি বা আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যায় নফলের বিশেষ মর্যাদা দেওয়া হয়, যা ফিকহি দৃষ্টিকোণে বিতর্কের বিষয় হতে পারে।

উপসংহার: ফিকহি কায়দার জগতে 'মুত্তাফাক আলাইহা' কায়দাগুলোই শরিয়তের মূল স্তম্ভ। আর 'মুখতালাফ ফিহা' কায়দাগুলো মাযহাবগত বৈচিত্র্য ও ইজতিহাদের স্বাধীনতার পরিচায়ক।

প্রশ্ন ৪৯: কিছু ফিকহি শাখা-প্রশাখা কুল্লী ফিকহি কায়দা থেকে বেরিয়ে যাওয়ার কারণ কী? এবং এটি কি কায়দাকে দুর্বল করে দেয়?
(ما هي أسباب خروج بعض الفروع الفقهية عن القاعدة الفقهية الكلية؟ وهل هذا يضعف القاعدة؟)

উত্তর:

ভূমিকা: ফিকহি কায়দাগুলো সাধারণত 'আগলাবি' বা অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয়। তাই এর অধীনে থাকা হাজারো মাসআলার মধ্যে দু-একটি নিয়ম বহির্ভূত বা 'মুসতাসনা' (ব্যতিক্রম) হওয়া স্বাভাবিক। এর পেছনে শরয়ী কিছু যৌক্তিক কারণ রয়েছে।

শাখা-প্রশাখা নিয়ম থেকে বেরিয়ে যাওয়ার কারণ (أسباب الاستثناء):

ফিকহি কায়দা থেকে কোনো মাসআলা বের হয়ে যাওয়ার প্রধান কারণগুলো হলো:

১. সুস্পষ্ট দলিল বা নস (النص): সাধারণ যুক্তি বা কিয়াস অনুযায়ী যা অবৈধ, তা যদি কুরআন বা সুন্নাহর দলিল দ্বারা বৈধ হয়, তবে তা কায়দার বাইরে চলে যায়।

- উদাহরণ: সাধারণ কায়দা হলো "অস্তিত্বহীন পণ্য বিক্রি নিষিদ্ধ"। কিন্তু 'বাইয়ে সালাম' (অগ্রিম বেচাকেনা) হাদিস দ্বারা অনুমোদিত হওয়ায় তা এই নিয়মের ব্যতিক্রম।

২. জরুরত বা আবশ্যকতা (الضرورة): মানুষের জীবন বা সম্পদ রক্ষার প্রয়োজনে কখনো সাধারণ নিয়ম শিথিল করা হয়।

৩. ইস্তিহসান বা উত্তম বিবেচনা (الاستحسان): কিয়াসের দাবি এক রকম, কিন্তু মানুষের সুবিধার জন্য ফকীহগণ ভিন্ন রায় দিলে তা কায়দার ব্যতিক্রম হয়।

৪. উরফ বা প্রথা (العرف): প্রচলিত প্রথার কারণেও অনেক সময় কায়দার সাধারণ প্রয়োগ বাধাগ্রস্ত হয়।

এটি কি কায়দাকে দুর্বল করে?

না, এই ব্যতিক্রমগুলো কায়দাকে দুর্বল করে না। বরং উসুলবিদগণ বলেন:

(النَّادِرُ لَا حُكْمَ لَهُ) — "বিরল বা ব্যতিক্রমের কোনো বিধান নেই (অর্থাৎ এটি সাধারণ নিয়মকে ভাঙ্গে না)।"

বরং ব্যতিক্রম থাকার অর্থই হলো কায়দাটি জীবন্ত এবং বাস্তবমুখী। এটি প্রমাণ করে যে, কায়দাটি অধিকাংশ ক্ষেত্রে (আগলাবি) শক্তিশালী, তবে সর্বজনীন (কুল্লী) নয়।

প্রশ্ন ৫০: ফিকহি কায়দা অধ্যয়ন ও মুখস্থ করা সহজ করতে এবং সেগুলোর স্তরগুলোর মধ্যে পার্থক্য করতে শ্রেণীকরণের গুরুত্ব সম্পর্কে আলোচনা কর।
تحدث عن أهمية تقسيم القواعد الفقهية في تسهيل دراستها وحفظها والتمييز بين مستوياتها.)

উত্তর:

ভূমিকা: ফিকহ শাস্ত্রের পরিধি মহাসাগরের মতো বিশাল। এই বিশাল জ্ঞানভাণ্ডারকে সুশৃঙ্খলভাবে মস্তিষ্কে ধারণ করার জন্য ফিকহি কায়দার 'তাকসীম' বা শ্রেণীকরণ অপরিহার্য। এটি শিক্ষার্থীদের জন্য একটি ম্যাপ বা মানচিত্রের মতো কাজ করে।

শ্রেণীকরণের গুরুত্ব (أهمية التقسيم):

১. মুখস্থ ও আয়ত্তকরণ সহজ করা (تسهيل الحفظ): কায়দাগুলোকে যখন 'প্রধান ৫টি কায়দা', 'ব্যাপক কায়দা' এবং 'নির্দিষ্ট কায়দা'—এভাবে ভাগ করা হয়, তখন তা মুখস্থ করা সহজ হয়ে যায়। ছাত্ররা ধাপে ধাপে এগোতে পারে।

২. গুরুত্ব অনুধাবন (بيان الأهمية): সব কায়দার ওজন এক নয়। শ্রেণীকরণের মাধ্যমে বোঝা যায় কোনটি 'উম্মাহাত' (মৌলিক) যা পুরো শরিয়তকে নিয়ন্ত্রণ করে, আর কোনটি সাধারণ নিয়ম। এতে ছাত্ররা অগ্রাধিকার বুঝতে পারে।

৩. মানসিক শৃঙ্খলা (الترتيب الذهني): শ্রেণীকরণ মাসআলাগুলোকে এলোমেলো হতে দেয় না। এটি ফকীহ বা ছাত্রের মস্তিষ্কে একটি 'ফিকহি ফাইল সিস্টেম' তৈরি করে, যেখানে প্রতিটি মাসআলা তার সঠিক ফোল্ডারে (কায়দায়) জমা থাকে।

৪. ইজতিহাদের দক্ষতা বৃদ্ধি: শ্রেণীকরণের জ্ঞান মুজতাহিদকে বুঝতে সাহায্য করে যে, কোন কায়দাটি সর্বসম্মত (মুত্তাফাক আলাইহা) আর কোনটিতে ইজতিহাদের সুযোগ আছে।

উপসংহার: সুতরাং, ফিকহি কায়দার শ্রেণীকরণ কেবল তাত্ত্বিক বিষয় নয়, বরং এটি ইলমে ফিকহ অর্জনের রাস্তাকে সংক্ষিপ্ত ও মসৃণ করার অন্যতম উপায়।

প্রশ্ন ৫১: ফিকহি দাবেত কী, এবং স্বাতন্ত্র্যের দিক থেকে এটি ফিকহি কায়দা থেকে কীভাবে ভিন্ন? এবং এর স্তর কী?

(ما هو الضابط الفقهي، وكيف يختلف عن القاعدة الفقهية من حيث الخصوصية؟ وما هي مرتبته؟)

উত্তর:

ভূমিকা: ফিকহি পরিভাষায় 'কায়দা' এবং 'দাবেত' শব্দ দুটি প্রায়শই ব্যবহৃত হয়। কিন্তু সূক্ষ্ম বিশ্লেষণে দেখা যায়, দাবেত হলো কায়দার চেয়ে অনেক বেশি সংকীর্ণ ও নির্দিষ্ট।

ফিকহি দাবেত-এর পরিচয় (تعريف الضابط الفقهي):

দাবেত হলো এমন একটি নিয়ম বা সূত্র, যা ফিকহের নির্দিষ্ট একটি অধ্যায়ের (Bab) মাসআলাগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করে।

ইবনে নুজাইম (রহ.) বলেন:

(الْقَاعِدَةُ تَجْمَعُ فُرُوعًا مِنْ أَبْوَابٍ شَتَّى، وَالضَّابِطُ يَجْمَعُهَا مِنْ بَابٍ وَاحِدٍ)

অর্থ: "কায়দা বিভিন্ন অধ্যায়ের মাসআলা একত্রিত করে, আর দাবেত এক অধ্যায়ের মাসআলা একত্রিত করে।"

স্বাতন্ত্র্য বা বিশেষত্বের দিক থেকে পার্থক্য (الفرق من حيث الخصوصية):

- **কায়দা:** এটি ব্যাপক ও সাধারণ (General)। এর কোনো নির্দিষ্ট সীমানা নেই; এটি নামাজ, রোজা থেকে শুরু করে বিচার ব্যবস্থা পর্যন্ত বিস্তৃত হতে পারে।
- **দাবেত:** এটি বিশেষ বা খাস (Specific/Private)। এটি নির্দিষ্ট অধ্যায়ের বাইরে যেতে পারে না।
    - **উদাহরণ: (مَا جَازَ بَيْعُهُ جَازَ رَهْنُهُ)** — "যা বিক্রি করা জায়েজ, তা বন্ধক রাখা জায়েজ।" এটি শুধুই 'বন্ধক' অধ্যায়ের দাবেত।

এর স্তর বা মারতাবা (المرتبة):

ফিকহি কায়দার স্তরবিন্যাসে দাবেত-এর অবস্থান সর্বনিম্ন স্তরে (المراتب أدنى)। কারণ এর ব্যাপকতা সবচেয়ে কম এবং এর অধীনস্থ শাখার সংখ্যাও সীমিত।

الفرق بين الفقه وأصول الفقه وقواعد الفقه
ফিকহ, উসূলুল ফিকহ ও ফিকহি কায়দার মধ্যে পার্থক্য

প্রশ্ন ৫২: উসূলুল ফিকহ এবং ফিকহের মধ্যে সম্পর্ক সুস্পষ্ট কর; এদের মধ্যে কি একটি অন্যটির পূর্ববর্তী? এবং বিধান উদ্ভাবনে উভয়ের ভূমিকা কী?

بين العلاقة بين أصول الفقه والفقه؛ هل أحدهما سابق للآخر؟ وما دور كل (منهما في استنباط الأحكام؟)

উত্তর:

ভূমিকা: ইসলামি শরিয়তের জ্ঞানরাজ্যে ফিকহ এবং উসূলুল ফিকহ একে অপরের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। একটি হলো 'মূল' বা ভিত্তি (Foundation), আর অন্যটি হলো 'শাখা' বা ইমারত (Superstructure)। এদের সম্পর্ক পিতা ও সন্তানের মতো অবিচ্ছেদ্য।

পারস্পরিক সম্পর্ক ও পূর্ববর্তী কে (العلاقة والأسبقية):

১. উৎপত্তিগত সম্পর্ক: উসূল (أصول) শব্দের অর্থই হলো মূল বা শেকড়। আর ফিকহ (فقه) হলো তার শাখা বা ফলাফল। যুক্তি ও বাস্তবতার নিরিখে 'উসূল' বা পদ্ধতি আগে আসে, তারপর সেই পদ্ধতি ব্যবহার করে 'ফিকহ' বা বিধান তৈরি হয়।

উসূলবিদগণ বলেন:

(أُصُولُ الْفِقْهِ هِيَ الْأَدِلَّةُ الْإِجْمَالِيَّةُ الَّتِي يُسْتَنْبَطُ مِنْهَا الْفِقْهُ)

অর্থ: "উসূলুল ফিকহ হলো সেই সামগ্রিক দলিলসমূহ, যা থেকে ফিকহ উদ্ভাবন করা হয়।"

সুতরাং, অস্তিত্ব ও মর্তবার দিক থেকে উসূলুল ফিকহ হলো পূর্ববর্তী (Sabiq) এবং ফিকহ হলো পরবর্তী (Lahiq)। কারণ দলিল ও পদ্ধতি ছাড়া বিধান অস্তিত্ব লাভ করতে পারে না।

বিধান উদ্ভাবনে ভূমিকা (الدور في الاستنباط):

- **উসূলুল ফিকহের ভূমিকা:** এটি মুজতাহিদকে পথ দেখায়। কীভাবে কুরআন-সুন্নাহর নস থেকে হুকুম বের করতে হবে, তার নিয়ম-কানুন (যেমন- আম, খাস, আমর, নাহি) শিক্ষা দেয়। এটি হলো 'ম্যানুফ্যাকচারিং মেশিন'।
- **ফিকহের ভূমিকা:** এটি হলো চূড়ান্ত পণ্য বা ফলাফল। উসূলের নিয়ম প্রয়োগ করে মুজতাহিদ যা পান (যেমন- নামাজ ফরজ, সুদ হারাম), তাই হলো ফিকহ। এটি সাধারণ মানুষের আমল করার জন্য।

উপসংহার: সারকথা হলো, উসুলুল ফিকহ হলো মুজতাহিদের হাতিয়ার, আর ফিকহ হলো সাধারণ মানুষের জীবন পরিচালনার বিধান।

প্রশ্ন ৫৩: ফিকহ, উসুলুল ফিকহ এবং কায়াদুল ফিকহ অধ্যয়নের ফল (উদ্দেশ্য) কীভাবে ভিন্ন হয়?

(كيف تختلف ثمرة (غاية) دراسة كل من الفقه وأصول الفقه وقواعد الفقه؟)

উত্তর:

ভূমিকা: প্রতিটি ইলম বা জ্ঞানের ভিন্ন ভিন্ন মাকসাদ বা লক্ষ্য থাকে। ফিকহ, উসুল ও কায়দা—এই তিনটির অধ্যয়নের উদ্দেশ্য বা 'সামারাহ' (ثمرة) সম্পূর্ণ আলাদা। নিচে তা আলোচনা করা হলো।

অধ্যয়নের ফলাফলের ভিন্নতা:

১. ফিকহ অধ্যয়নের ফল:

এর প্রধান উদ্দেশ্য হলো 'আমল' বা বাস্তব জীবনে প্রয়োগ। বান্দা জানবে তার ওপর আল্লাহর কী কী আদেশ-নিষেধ আছে এবং সে অনুযায়ী জীবন পরিচালনা করে ইহকালীন ও পরকালীন মুক্তি (সা'আদাত) লাভ করবে।

(ثَمَرَتُهُ: امْتِثَالُ أَوَامِرِ اللَّهِ وَاجْتِنَابُ نَوَاهِيهِ) — "এর ফল হলো আল্লাহর আদেশ মানা ও নিষেধ থেকে বেঁচে থাকা।"

২. উসুলুল ফিকহ অধ্যয়নের ফল:

এর উদ্দেশ্য আমল নয়, বরং 'ইস্তিমবাত' বা গবেষণা। এর মাধ্যমে একজন আলেম মুজতাহিদের স্তরে পৌঁছান এবং দলিলের ভিত্তিতে শরিয়তের বিধান বের করার যোগ্যতা (মাকালা) অর্জন করেন। সাধারণ মানুষের অন্ধ অনুকরণ (তাকলিদ) থেকে বের হয়ে দলিলের আলোয় বিধান জানাই এর লক্ষ্য।

৩. কাওয়াইদুদ ফিকহিয়্যাহ অধ্যয়নের ফল:

এর উদ্দেশ্য হলো বিশাল ফিকহ ভাণ্ডারকে সংক্ষিপ্ত ও সুশৃঙ্খল করা।

- **জবতে মাসাইল (ضبط المسائل):** হাজারো বিক্ষিপ্ত মাসআলাকে সূত্রের সাহায্যে মুখস্থ রাখা।
- **তাকরিজ (تخريج):** নতুন কোনো সমস্যা দেখা দিলে পুরাতন কায়দার আলোকে তার সমাধান বের করা।

উপসংহার: ফিকহ শেখায় 'কী করতে হবে', উসুল শেখায় 'কেন ও কীভাবে বিধানটি এলো', আর কায়দা শেখায় 'বিধানগুলোর মধ্যকার সাধারণ যোগসূত্র কী'।

প্রশ্ন ৫৪: কায়াদুল ফিকহ-কে কি ফিকহ এবং উসুলুল ফিকহ-এর মধ্যে একটি সেতু হিসেবে বিবেচনা করা যেতে পারে? এই ধারণাটি আলোচনা কর।
(هل يمكن اعتبار قواعد الفقه جسرا يربط بين الفقه وأصول الفقه؟ ناقش هذه الفكرة.)

উত্তর:

ভূমিকা: ইসলামি আইনশাস্ত্রে 'কাওয়াইদুদ ফিকহিয়্যাহ' বা ফিকহি কায়দার অবস্থান অত্যন্ত চমৎকার। এটি উসুল ও ফিকহের মাঝখানে দাঁড়িয়ে উভয়ের মধ্যে সংযোগ স্থাপন করে। আধুনিক গবেষকগণ একে যথার্থই 'সেতু' বা ব্রিজ (Bridge) হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন।

সেতু হিসেবে ফিকহি কায়দার অবস্থান:

১. উভয়ের বৈশিষ্ট্য ধারণ:

- **উসুলের সাথে মিল:** উসুলুল ফিকহের মতো ফিকহি কায়দাও সংক্ষিপ্ত ও ব্যাপক অর্থবোধক (কুল্লী)। এটিও একটি সূত্র বা নিয়ম।
- ফিকহের সাথে মিল: আবার ফিকহের মতো এটিও সরাসরি বান্দার কাজের (ফেল) সাথে সম্পৃক্ত। উসুলের মতো এটি শুধুই তাত্ত্বিক নয়।

এ কারণে এটি উসুলের তাত্ত্বিক জগত এবং ফিকহের ব্যবহারিক জগতের মধ্যে মেলবন্ধন ঘটায়।

২. প্রয়োগিক সংযোগ:

উসুলুল ফিকহ ব্যবহার করে মুজতাহিদ দলিল থেকে বিধান (ফিকহ) বের করেন। এরপর ফিকহি কায়দা সেই বের করা বিধানগুলোকে গুছিয়ে রাখে। অর্থাৎ:

উসুল (পদ্ধতি) ➔ ফিকহ (ফলাফল) ➔ কায়দা (সংরক্ষণ)।

এ দিক থেকে কায়দা হলো সেই মাধ্যম, যা উসুলের মেহনতকে ফিকহের আকারে সংরক্ষণ করে।

৩. ফিকহি যুক্তির ভিত্তি:

ফিকহি কায়দাগুলো উসুলের নির্যাস থেকে তৈরি। যেমন, 'ضرورة' (প্রয়োজন)-এর উসূলী আলোচনা থেকে 'الضَّرُورَاتُ تُبِيحُ الْمَحْظُورَاتِ' (প্রয়োজন নিষিদ্ধকে বৈধ করে) কায়দাটি এসেছে। এটি উসূলী থিওরিকে ফিকহি বাস্তবে রূপ দিয়েছে।

উপসংহার: সুতরাং, ফিকহি কায়দা নিশ্চিতভাবেই ফিকহ ও উসুলের মধ্যে একটি সেতু। এটি না থাকলে ফিকহ হতো বিক্ষিপ্ত, আর উসুল হতো শুধুই তাত্ত্বিক দর্শন।

প্রশ্ন ৫৫: প্রমাণের দিক থেকে ফিকহ, উসূলুল ফিকহ এবং কায়াদুল ফিকহের পার্থক্য উল্লেখ কর; এগুলো কি কুল্লী (ব্যাপক) নাকি জুযঈ (আংশিক) প্রমাণ?
اذكر الفرق بين الفقه وأصول الفقه وقواعد الفقه من حيث الاستدلال؛ هل هي استدلالات كلية أو جزئية؟)

উত্তর:

ভূমিকা: শরিয়তের বিধান সাব্যস্ত করার পদ্ধতি বা 'ইস্তিদালাল'-এর ধরণ একেক শাস্ত্রে একেক রকম। প্রমাণের ব্যাপকতা বা সংকীর্ণতার ভিত্তিতে ফিকহ, উসূল ও কায়দার মধ্যে সুস্পষ্ট পার্থক্য বিদ্যমান।

ইস্তিদালাল বা প্রমাণের দিক থেকে পার্থক্য:

১. উসূলুল ফিকহ (أصول الفقه):

উসূলের আলোচনা এবং এর প্রমাণগুলো সর্বদা 'কুল্লী' বা ব্যাপক (الكُلِّيَّة)। এটি কোনো নির্দিষ্ট ব্যক্তির নির্দিষ্ট কাজ নিয়ে আলোচনা করে না, বরং সামগ্রিক নীতি নিয়ে কথা বলে।

- **প্রকৃতি:** এর দলিলগুলো হলো 'আদিল্লাহ ইজমালিয়্যাহ' (সামগ্রিক দলিল)।
- **উদাহরণ: (الْأَمْرُ لِلْوُجُوبِ)** — "আদেশসূচক বাক্য ওয়াজিব হওয়ার দাবি রাখে।" এটি একটি সার্বজনীন সূত্র, যা হাজারো আদেশের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

২. ফিকহ (الفقه):

ফিকহের আলোচনা এবং এর প্রমাণগুলো মূলত 'জুযঈ' বা আংশিক/নির্দিষ্ট (الْجُزْئِيَّة)। এটি নির্দিষ্ট দলিল দিয়ে নির্দিষ্ট মাসআলা প্রমাণ করে।

- **প্রকৃতি:** এর দলিলগুলো হলো 'আদিল্লাহ তাফসিলিয়্যাহ' (বিস্তারিত দলিল)।
- **উদাহরণ:** মুজতাহিদ যখন বলেন "নামাজ পড়া ফরজ", তখন তিনি সুনির্দিষ্ট দলিল **(أَقِيمُوا الصَّلَاةَ)** ব্যবহার করেন। এটি একটি জুযঈ বা নির্দিষ্ট প্রমাণ।

৩. কাওয়াইদুদ ফিকহিয়্যাহ (قواعد الفقه):

ফিকহি কায়দার অবস্থান এই দুইয়ের মাঝখানে। এর শব্দগুলো 'কুল্লী' (ব্যাপক), কিন্তু এর ভিত্তি বা উৎপত্তি হলো 'জুযঈ' (আংশিক) মাসআলা। অর্থাৎ, অনেকগুলো আংশিক মাসআলা থেকে এই ব্যাপক নিয়মটি তৈরি হয়েছে।

- **প্রকৃতি:** ফকীহগণ একে **(قَضَايَا كُلِّيَّةٌ أَغْلَبِيَّةٌ)** বা "অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্রযোজ্য সামগ্রিক সিদ্ধান্ত" বলে অভিহিত করেন।

উপসংহার: সংক্ষেপে বলা যায়—

- **উসূলুল ফিকহ:** কুল্লী (ব্যাপক) প্রমাণের শাস্ত্র।

- **ফিকহ:** জুযঈ (নির্দিষ্ট) প্রমাণের শাস্ত্র।
- **ফিকহি কায়দা:** জুযঈ মাসআলার সমষ্টি থেকে তৈরি কুল্লী বা ব্যাপক নীতি।

প্রশ্ন ৫৬: কায়াদুল ফিকহ এবং শরীয়তের উদ্দেশ্য (মাকাসিদ) এর মধ্যে সম্পর্ক ব্যাখ্যা কর, এবং এদের মধ্যে কি একটি অন্যটির সেবা করে?
وضح العلاقة بين قواعد الفقه وبين مقاصد الشريعة، وهل تخدم إحداهما (الأخرى؟)

উত্তর:

ভূমিকা: 'আল-কাওয়াইদুল ফিকহিয়্যাহ' (ফিকহি কায়দা) এবং 'মাকাসিদুশ শরিয়াহ' (শরীয়তের উদ্দেশ্য) হলো মুদ্রার এপিঠ-ওপিঠ। একটি হলো শরীয়তের শরীর বা কাঠামো, আর অন্যটি হলো তার রুহ বা আত্মা। উভয়ের সম্পর্ক অত্যন্ত গভীর ও অবিচ্ছেদ্য।

ফিকহি কায়দা ও মাকাসিদের সম্পর্ক (العلاقة بينهما):

১. মাকাসিদের বাহন: ফিকহি কায়দাগুলো মূলত শরীয়তের মাকাসিদ বা উচ্চতর উদ্দেশ্যগুলোকে বাস্তবায়ন করার ব্যবহারিক রূপ। মাকাসিদ হলো তাত্ত্বিক লক্ষ্য (যেমন- ধর্ম রক্ষা, জীবন রক্ষা), আর ফিকহি কায়দা সেই লক্ষ্য অর্জনের আইনি হাতিয়ার।

২. উৎপত্তিগত মিল: অধিকাংশ ফিকহি কায়দা সরাসরি মাকাসিদ থেকে উৎসারিত। যেমন, শরীয়তের একটি মাকাসিদ হলো 'মানুষের জীবন সহজ করা'। এর থেকেই (الْمَشَقَّةُ تَجْلِبُ التَّيْسِيرَ) — "কষ্ট সহজতাকে ডেকে আনে"—এই কায়দাটির জন্ম হয়েছে।

একে অপরের সেবা বা খাদেম (الخدمة المتبادلة):

হ্যাঁ, নিঃসন্দেহে একটি অন্যটির সেবা করে:

- **কায়দা মাকাসিদের সেবা করে:** ফিকহি কায়দাগুলো মাকাসিদকে বাস্তবে রূপ দেয়। যেমন, **(الضَّرَرُ يُزَالُ)** (ক্ষতি দূর করতে হবে)—এই কায়দাটি প্রয়োগের মাধ্যমে 'জীবন ও সম্পদ রক্ষা'র মাকাসিদ অর্জিত হয়।
- **মাকাসিদ কায়দার সেবা করে:** মাকাসিদ কায়দাকে দিকনির্দেশনা দেয়। কোনো কায়দা প্রয়োগ করতে গিয়ে যদি দেখা যায় তা শরীয়তের মূল উদ্দেশ্যের (যেমন- ন্যায়বিচার) সাথে সাংঘর্ষিক হচ্ছে, তবে মাকাসিদের আলোকে সেই কায়দার প্রয়োগ বন্ধ রাখা হয়।

উপসংহারঃ সুতরাং বলা যায়, মাকাসিদ হলো ‘গন্তব্য’, আর ফিকহি কায়দা হলো সেই গন্তব্যে পৌঁছানোর ‘রাস্তা বা বাহন’। মাকাসিদ বিহীন কায়দা হলো আত্মাহীন দেহের মতো।

نشأة القواعد الفقهية وتطورها وتعريف أشهر المؤلفات فيها والمؤلفين
ফিকহি কায়দার উৎপত্তি, ক্রমবিকাশ এবং এ বিষয়ের প্রসিদ্ধ গ্রন্থ ও প্রণেতাদের পরিচিতি

প্রশ্ন ৫৭: সাহাবা ও তাবেয়ীগণের যুগে ফিকহি কায়দার উৎপত্তি কীভাবে হয়েছিল? এবং সে সময় কি তা লিপিবদ্ধ ছিল?

كيف كانت نشأة القواعد الفقهية في عصر الصحابة والتابعين؟ وهل كانت مدونة في تلك الفترة؟)

উত্তর:

ভূমিকা: ফিকহি কায়দা জ্ঞান হিসেবে নতুন হলেও এর অস্তিত্ব ইসলামের শুরু থেকেই ছিল। সাহাবা ও তাবেয়ীগণের যুগে এটি স্বতন্ত্র শাস্ত্র হিসেবে না থাকলেও, তাদের ফতোয়া ও ইজতিহাদের গভীরে এই কায়দাগুলো প্রোথিত ছিল।

উৎপত্তি ও স্বরূপ (النشأة والتكوين):

সাহাবায়ে কেরাম (রা.) সরাসরি রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সোহবত বা সান্নিধ্য পেয়েছিলেন। ফলে দ্বীনের মেজাজ ও মাকাসিদ তাঁদের নখদর্পণে ছিল। তাঁদের যুগে ফিকহি কায়দার উৎপত্তি ছিল 'স্বভাবজাত' বা (السَّلِيقَةُ الْفِقْهِيَّةُ)।

- **ব্যবহারিক প্রয়োগ:** তাঁরা মুখে হয়তো আধুনিক পরিভাষার কায়দাগুলো (যেমন: 'কষ্ট সহজতা আনে') উচ্চারণ করতেন না, কিন্তু বাস্তবে তাঁরা এই নীতির ওপর ভিত্তি করেই ফতোয়া দিতেন। হযরত ওমর (রা.)-এর খেলাফতকালে বিভিন্ন বিচারিক রায়ে এর ভুরি ভুরি প্রমাণ মেলে। বিশেষ করে আবু মুসা আশ'আরী (রা.)-এর নিকট লেখা তাঁর ঐতিহাসিক চিঠিটি ফিকহি কায়দার এক অনন্য দলিল।

লিপিবদ্ধকরণ অবস্থা (حالة التدوين):

না, সেই যুগে ফিকহি কায়দা কোনো কিতাব বা শাস্ত্র আকারে লিপিবদ্ধ (مُدَوَّنَة) ছিল না।

- **কারণ:** তখনো ফিকহ এবং হাদিস সংকলনের কাজ পুরোদমে শুরু হয়নি। তাছাড়া তাঁদের স্বচ্ছ মেধা ও আরবি ভাষায় পাণ্ডিত্যের কারণে লিখিত নিয়মনীতির প্রয়োজনও ছিল না। এটি ছিল তাঁদের ইজতিহাদী যোগ্যতার অবিচ্ছেদ্য অংশ।

উপসংহার: সুতরাং, সেই যুগে কায়দা ছিল 'প্রয়োগিক' (Practical), কিন্তু 'লিখিত' (Theoretical) ছিল না।

প্রশ্ন ৫৮: শরীয়তের নস থেকে ফিকহি কায়দা প্রতিষ্ঠা করা এবং তা নিষ্কাশন করার ক্ষেত্রে চার ইমামের (মাযহাবের প্রতিষ্ঠাতা) ভূমিকা সম্পর্কে আলোচনা কর।
(تحدث عن دور الأئمة الأربعة (أصحاب المذاهب) في تأسيس القواعد الفقهية واستخلاصها من نصوص الشريعة.)

উত্তর:

ভূমিকা: ফিকহি কায়দার ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনে চার মাযহাবের ইমামগণের (ইমাম আবু হানিফা, মালিক, শাফেয়ী ও আহমদ রহ.) ভূমিকা অনস্বীকার্য। তাঁরাই প্রথম শরীয়তের নস (কুরআন-সুন্নাহ) মন্থন করে এই মণি-মুক্তাগুলো বের করে এনেছেন।

চার ইমামের ভূমিকা (دور الأئمة الأربعة):

১. নস থেকে নীতি উদ্ভাবন (الاستنباط من النصوص): ইমামগণ কুরআন ও সুন্নাহর গভীর অধ্যয়ন করে সেখান থেকে সাধারণ নীতিমালা বা 'উসুল' বের করেছেন। যেমন- ইমাম শাফেয়ী (রহ.) তাঁর 'আর-রিসালা' গ্রন্থে প্রথমবারের মতো দলিল থেকে বিধান বের করার নিয়মগুলো লিপিবদ্ধ করেন, যা ফিকহি কায়দার প্রাথমিক রূপ।

২. **ফিকহি শাখার মধ্যে সমন্বয়:** ইমাম আবু হানিফা (রহ.) ও তাঁর সঙ্গীরা হাজারো মাসআলা সমাধান করেছেন। পরবর্তী বিশ্লেষকগণ দেখেছেন যে, তাঁদের এই মাসআলাগুলো বিচ্ছিন্ন নয়, বরং নির্দিষ্ট কিছু মূলনীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত। যেমন- **(الْإِسْلَامُ يَعْلُو وَلَا يُعْلَى عَلَيْهِ)**।

৩. **মৌখিক উচ্চারণ:** যদিও তাঁরা স্বতন্ত্র কায়দার কিতাব লিখেননি, তথাপি তাঁদের দরসে বা আলোচনায় অনেক কায়দা উচ্চারিত হয়েছে। যেমন ইমাম মালিক (রহ.) জনকল্যাণ বা 'মাসালিহ মুরসালা'-এর ওপর ভিত্তি করে অনেক কায়দা প্রতিষ্ঠা করেছেন।

উপসংহার: মূলত এই ইমামগণের ইজতিহাদী মতামতের ওপর ভিত্তি করেই পরবর্তী যুগের আলেমগণ (যেমন- ইমাম কারখী, সারাখসী) ফিকহি কায়দাগুলোকে শাস্ত্রীয় রূপ দিয়েছেন। তাঁরা ছিলেন নির্মাতা, আর পরবর্তীরা ছিলেন বিন্যাসকারী।

প্রশ্ন ৫৯: ফিকহি কায়দা লিপিবদ্ধ করার বিকাশের পর্যায়গুলো উল্লেখ কর, এবং প্রতিটি পর্যায়ের বৈশিষ্ট্য সুস্পষ্ট কর।

(اذكر مراحل تطور تدوين القواعد الفقهية، مبينا خصائص كل مرحلة.)

উত্তর:

ভূমিকা: ফিকহি কায়দা একদিনে আজকের এই সুশৃঙ্খল রূপে আসেনি। এটি দীর্ঘ ঐতিহাসিক বিবর্তনের ফসল। ইতিহাসবিদগণ এর বিকাশকে প্রধানত ৩টি মৌলিক পর্যায়ে ভাগ করেছেন।

বিকাশের পর্যায়সমূহ (مراحل التطور):

১. প্রথম পর্যায়: উৎপত্তি ও উন্মেষ কাল (The Stage of Emergence):

- **সময়কাল:** রাসুল (সা.)-এর যুগ থেকে হিজরি তৃতীয় শতক পর্যন্ত।
- **বৈশিষ্ট্য:** এই সময়ে কায়দাগুলো কুরআন, হাদিস এবং সাহাবা-তাবেয়ীদের ফতোয়ার মাঝে ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিল। কোনো স্বতন্ত্র কিতাব ছিল না। ইমামদের ফিকহি আলোচনার ফাঁকে ফাঁকে এর উপস্থিতি পাওয়া যেত।

২. দ্বিতীয় পর্যায়: স্বতন্ত্র কিতাব রচনা ও বিকাশ কাল (The Stage of Recording/Growth):

- **সময়কাল:** হিজরি চতুর্থ শতক থেকে দশম শতক পর্যন্ত।
- **বৈশিষ্ট্য:** এই যুগে ফিকহি কায়দাকে একটি স্বতন্ত্র শাস্ত্র হিসেবে আলাদা করা হয়। হানাফী মাযহাবে **ইমাম কারখী (রহ.)** তাঁর **'উসুলুল কারখী'** এবং ইমাম দাবুসী (রহ.) তাঁর 'তাসিসুন নাযার' রচনা করেন। শাফেয়ী ও অন্যান্য মাযহাবেও 'কাওয়াইদ' বা 'আশবাহ' নামে প্রচুর কিতাব রচিত হয়।

৩. তৃতীয় পর্যায়: পূর্ণতা ও আইনি রূপদান কাল (The Stage of Maturity & Codification):

- **সময়কাল:** হিজরি দশম শতক থেকে বর্তমান পর্যন্ত।
- **বৈশিষ্ট্য:** এই যুগে আল্লামা ইবনে নুজাইম (রহ.) ও জালালুদ্দিন সুয়ূতী (রহ.)-এর মতো পণ্ডিতগণ কায়দাগুলোকে চূড়ান্ত বিন্যাস করেন। পরবর্তীতে উসমানী খেলাফতে **'মাজাল্লাতুল আহকামিল আদলিয়্যাহ'** প্রণয়নের মাধ্যমে এই কায়দাগুলো আধুনিক আইনের ধারায় (Articles) রূপান্তরিত হয়।

উপসংহার: উৎপত্তি, বিকাশ এবং আইনায়ন—এই তিন ধাপ পেরিয়ে ফিকহি কায়দা আজ ইসলামি আইনশাস্ত্রের এক অপরিহার্য অংশে পরিণত হয়েছে।

প্রশ্ন ৬০: ইবনে নুজাইমের কিতাব 'আল-আশবাহ ওয়ান-নাযাইর'-এর পরিচয় দাও এবং হানাফীদের নিকট ফিকহি কায়দা লিপিবদ্ধ করার ইতিহাসে এর গুরুত্ব ব্যাখ্যা কর।

عرف بكتاب "الأشباه والنظائر" لابن نجيم، مبينا أهميته في تاريخ تدوين القواعد الفقهية عند الحنفية.)

উত্তর:

ভূমিকা: হানাফী মাযহাবে ফিকহি কায়দার ওপর রচিত গ্রন্থগুলোর মধ্যে মধ্যমণি হলো আল্লামা ইবনে নুজাইম আল-মিসরী (রহ.) রচিত 'আল-আশবাহ ওয়ান-নাযাইর' (الأشباه والنظائر)। হিজরি দশম শতকে রচিত এই কিতাবটি ফিকহ শাস্ত্রের এক অসামান্য সংযোজন।

কিতাবের পরিচয়:

- **গ্রন্থকার:** যায়নুদ্দিন ইবনে ইব্রাহিম ইবনে নুজাইম আল-মিসরী (মৃত: ৯৭০ হি.)। তাঁকে হানাফী মাযহাবের 'দ্বিতীয় আবু হানিফা' বলা হয়।
- **বিষয়বস্তু:** গ্রন্থটি ৭টি ফন বা অধ্যায়ে বিভক্ত। এর প্রথম অধ্যায়ে তিনি ২৫টি মৌলিক ফিকহি কায়দা আলোচনা করেছেন। বিশেষ করে সর্বসম্মত ৫টি কায়দার ব্যাখ্যা তিনি অত্যন্ত চমৎকারভাবে উপস্থাপন করেছেন।

হানাফীদের নিকট গুরুত্ব:

১. মাযহাবের দলিল সংরক্ষণ: ইবনে নুজাইম (রহ.) হানাফী মাযহাবের ইতস্তত বিক্ষিপ্ত মাসআলাগুলোকে কায়দার অধীনে এনে সুশৃঙ্খল করেছেন। ইমাম কারখী ও দাবুসী (রহ.)-এর কাজের পূর্ণতা দিয়েছেন তিনি।

২. পাঠ্যবই হিসেবে গ্রহণ: হানাফী মাদ্রাসাসমূহে ইফতা বা ফিকহ বিভাগে এই কিতাবটি পাঠ্যসূচির অন্তর্ভুক্ত। কারণ, ফতোয়া প্রদানের যোগ্যতা অর্জনে এর কোনো বিকল্প নেই।

৩. পরবর্তী কিতাবের উৎস: পরবর্তীতে যারাই হানাফী কায়দা নিয়ে কাজ করেছেন (যেমন- মাজাল্লা প্রণেতাগণ), তারা সবাই ইবনে নুজাইমের এই কিতাবকে প্রধান উৎস বা 'মাসদার' হিসেবে গ্রহণ করেছেন।

উপসংহার: 'আল-আশবাহ ওয়ান-নাযাইর' কেবল একটি কিতাব নয়, বরং এটি হানাফী ফিকহের এক জীবন্ত এনসাইক্লোপিডিয়া।

প্রশ্ন ৬১: স্বয়ং সম্পূর্ণ কিতাবে ফিকহি কায়দা প্রথম কে সংগ্রহ করেছিলেন? এবং সেই কিতাবের শিরোনাম কী?
(من هو أول من جمع القواعد الفقهية في كتاب مستقل؟ وما هو عنوان ذلك الكتاب؟)

উত্তর:

ভূমিকা: ফিকহি কায়দা সংকলনের ইতিহাসে কে প্রথম, তা নিয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যে কিছুটা মতভেদ থাকলেও হানাফী মাযহাবের প্রেক্ষাপটে একজন ইমামের নাম স্বর্ণাক্ষরে লেখা আছে।

প্রথম সংকলক ও কিতাব:

অধিকাংশ গবেষকের মতে, হানাফী মাযহাবের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ফকীহ ইমাম আবূল হাসান আল-কারখী (রহ.) (মৃত্যু: ৩৪০ হি.) হলেন ফিকহি কায়দার প্রথম রচয়িতা।

- **কিতাবের নাম:** তাঁর রচিত রিসালাটি **'আল-উসুল'** (الأصول) নামে পরিচিত, যা লোকমুখে **'উসুলুল কারখী'** (أصول الكرخي) নামে প্রসিদ্ধ। এতে তিনি ৩৯টি (মতান্তরে ৩৭টি) মৌলিক নীতি বা কায়দা সংকলন করেছেন, যা হানাফী মাযহাবের ভিত্তি হিসেবে গণ্য।

(দ্রষ্টব্য: কেউ কেউ আবু তাহির আল-দাব্বাস বা আবু যায়েদ আদ-দাবুসীর নাম উল্লেখ করলেও, স্বতন্ত্র ও প্রাচীনতম সংকলন হিসেবে 'উসুলুল কারখী' সর্বজনস্বীকৃত।)

প্রশ্ন ৬২: মালেকী, শাফেয়ী এবং হাম্বলী মাযহাবের প্রত্যেকটির ফিকহি কায়দার একটি করে বিখ্যাত রচনার নাম এবং লেখকের নাম উল্লেখ কর।
(اذكر مؤلفا مشهورا في القواعد الفقهية لكل من المذهب المالكي والشافعي والحنبلي، مع ذكر اسم المؤلف.)

উত্তর:

ভূমিকা: ফিকহি কায়দা চর্চায় কোনো মাযহাবই পিছিয়ে ছিল না। চার মাযহাবের ইমামগণই এই শাস্ত্রে অমূল্য গ্রন্থ রচনা করে গেছেন। নিচে হানাফী ছাড়া বাকি তিন মাযহাবের প্রসিদ্ধ কিতাবের তালিকা দেওয়া হলো।

বিখ্যাত কিতাব ও লেখক:

১. শাফেয়ী মাযহাব:

- **কিতাব: 'আল-আশবাহ ওয়ান-নাযাইর'** (الأشباه والنظائر)।

- **লেখক:** বিখ্যাত মুহাদ্দিস ও ফকীহ **ইমাম জালালুদ্দিন আস-সুয়ূতী (রহ.)**। এটি ফিকহি কায়দার ওপর রচিত অন্যতম সেরা গ্রন্থ।

২. **মালেকী মাযহাব:**

- **কিতাব: 'আল-ফুরুক'** (উচ্চারণ: আল-ফুরূক) বা 'আনওয়ারুল বুরুক ফি আনওয়াইল ফুরুক'।
- **লেখক:** বিখ্যাত উসুলবিদ **ইমাম শিহাবুদ্দিন আল-কারাফী (রহ.)**।

৩. **হাম্বলী মাযহাব:**

- **কিতাব: 'আল-কাওয়াইদ'** (القواعد) বা 'তাকরীরুল কাওয়াইদ'।
- **লেখক:** ইমাম **হাফেজ ইবনে রজব আল-হাম্বলী (রহ.)**।

উপসংহার: এই কিতাবগুলো মাদ্রাসার উচ্চতর ফিকহ গবেষণার জন্য অপরিহার্য উৎস বা 'মাসদার' হিসেবে বিবেচিত হয়।

প্রশ্ন ৬৩: আধুনিক যুগে ফিকহি কায়দার প্রয়োগের ক্ষেত্রে ফিকহি সাময়িকীগুলোর (যেমন: আল-মাজাল্লা) ভূমিকা সম্পর্কে আলোচনা কর।

تحدث عن دور المجلات الفقهية (كالمجلة) في تطبيق القواعد الفقهية في العصر الحديث.)

উত্তর:

ভূমিকা: উনিশ শতকের শেষ দিকে উসমানী খেলাফতের সময় প্রণীত 'মাজাল্লাতুল আহকামিল আদলিয়্যাহ' (The Ottoman Civil Code) ইসলামি আইনের ইতিহাসে এক বৈপ্লবিক সংযোজন। এটি ফিকহি কায়দাকে আধুনিক আদালতের ধারায় পরিণত করেছে।

আল-মাজাল্লার ভূমিকা:

১. আইনি ধারায় রূপান্তর (Codification): পূর্বে ফিকহি কায়দাগুলো বড় বড় কিতাবের ভেতরে ফতোয়া হিসেবে ছিল। 'মাজাল্লা' সর্বপ্রথম ৯৯টি প্রধান ফিকহি কায়দাকে ১ থেকে ৯৯ পর্যন্ত ধারায় (Article) বিন্যস্ত করে। এর ফলে বিচারকদের জন্য রায় দেওয়া সহজ হয়ে যায়।

২. রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি: এর আগে কায়দাগুলো ছিল ফকীহদের ব্যক্তিগত মত। কিন্তু মাজাল্লার মাধ্যমে রাষ্ট্র এই কায়দাগুলোকে 'অফিসিয়াল আইন' হিসেবে ঘোষণা করে।

৩. আধুনিক প্রয়োগ: বর্তমানেও জর্ডান, কুয়েত ও আরব আমিরাতের দেওয়ানি আইনে (Civil Code) মাজাল্লার সেই কায়দাগুলো অবিকল বা কিছুটা পরিমার্জন করে ব্যবহার করা হচ্ছে।

উপসংহার: 'মাজাল্লা' প্রমাণ করেছে যে, ফিকহি কায়দা কেবল মাদ্রাসার পড়ার বিষয় নয়, বরং এটি আধুনিক রাষ্ট্র পরিচালনার সংবিধান হতে পারে।

প্রশ্ন ৬৪: হানাফী ফিকহি কায়দা পর্যালোচনা এবং সংগ্রহে ইবনে নুজাইমের ভূমিকা কী? এবং আল-আশবাহ ওয়ান-নাযাইর কিতাবে তাঁর মৌলিক উৎসগুলো কী ছিল? (ما هو دور ابن نجيم في تنقيح وتجميع القواعد الفقهية الحنفية؟ وما هي مصادره الأساسية في كتاب الأشباه والنظائر؟)

উত্তর:

ভূমিকা: হিজরি দশম শতকে হানাফী ফিকহে নবজাগরণ সৃষ্টিকারী ইমাম হলেন আল্লামা ইবনে নুজাইম আল-মিসরী (রহ.)। তাঁর রচিত 'আল-আশবাহ ওয়ান-নাযাইর' হানাফী মাযহাবের এক অনবদ্য সম্পদ।

ইবনে নুজাইমের ভূমিকা:

তিনি হানাফী ফিকহের বিক্ষিপ্ত মাসআলাগুলোকে একত্রিত করেন। তাঁর আগে হানাফী মাযহাবে ফিকহি কায়দার চর্চা কিছুটা স্তিমিত হয়ে পড়েছিল। তিনি শাফেয়ী মাযহাবের কিতাবগুলোর আদলে হানাফী মাযহাবকে নতুন করে সাজান এবং কায়দাগুলোকে পরিমার্জন (Tanqih) করেন। এজন্য তাঁকে 'দ্বিতীয় আবু হানিফা' বলা হতো।

কিতাবের মৌলিক উৎসসমূহ (المصادر الأساسية):

ইবনে নুজাইম (রহ.) তাঁর কিতাবের ভূমিকায় অকপটে স্বীকার করেছেন যে, তিনি শাফেয়ী মাযহাবের কিতাব থেকে উপকৃত হয়েছেন। তাঁর প্রধান উৎসগুলো ছিল:

১. ইমাম সুয়ূতী (রহ.)-এর 'আল-আশবাহ': তিনি মূলত সুয়ূতী (রহ.)-এর শাফেয়ী 'আল-আশবাহ' কিতাবটি সামনে রাখেন এবং সেখান থেকে কায়দাগুলো নিয়ে হানাফী মাসআলা বা ফুরু' দিয়ে সাজান।

২. ইমাম তাজ উদ্দিন সুবকী (রহ.)-এর কিতাব: শাফেয়ী ফকীহ সুবকীর 'আল-আশবাহ' থেকেও তিনি সহায়তা নেন।

৩. পূর্ববর্তী হানাফী কিতাব: ইমাম কারখী, দাবুসী এবং সারাখসী (রহ.)-এর উসুল ও ফিকহি কিতাবগুলোও তাঁর অন্যতম উৎস ছিল।

উপসংহার: তিনি ভিন্ন মাযহাবের কাঠামো (Structure) ধার করে নিজের মাযহাবের বিষয়বস্তু (Content) দিয়ে এমন এক ইমারত তৈরি করেছেন, যা হানাফী ফিকহের ইতিহাসে অদ্বিতীয়।

প্রশ্ন ৬৫: ইমাম কারখীর জন্ম আনুমানিক কখন হয়েছিল? (বছর উল্লেখ কর)
(متى كانت ولادة الإمام الكرخي تقريبا؟ - اذكر العام)

উত্তর:

ভূমিকা: হানাফী ফিকহের অন্যতম স্তম্ভ এবং ইরাকের হানাফী আলেমদের অবিসংবাদিত নেতা ইমাম কারখী (রহ.)-এর জন্মসাল নিয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যে প্রসিদ্ধ মতটি নিচে দেওয়া হলো।

জন্মসাল (سنة الولادة):

ইমাম আবূল হাসান আল-কারখী (রহ.) ২৬০ হিজরি সনে (আনুমানিক ৮৭৩ খ্রিস্টাব্দে) জন্মগ্রহণ করেন।

ঐতিহাসিক খতিব বাগদাদী (রহ.) তাঁর 'তারিখু বাগদাদ' গ্রন্থে উল্লেখ করেন:

(وُلِدَ الْكَرْخِيُّ سَنَةَ سِتِّينَ وَمِائَتَيْنِ)

অর্থ: "কারখী ২৬০ সনে জন্মগ্রহণ করেন।" তিনি আব্বাসীয় খেলাফতের স্বর্ণযুগে জন্ম নিয়েছিলেন।

প্রশ্ন ৬৬: ইমাম কারখীর জন্ম কোথায় হয়েছিল এবং কোন শহরে তিনি বড় হয়েছিলেন?
(أين كانت ولادة الإمام الكرخي، وبأي مدينة نشأ؟)

উত্তর:

ভূমিকা: কোনো ব্যক্তির নিসবত বা উপাধি সাধারণত তাঁর জন্মস্থান বা বাসস্থানের দিকে ইঙ্গিত করে। 'আল-কারখী' উপাধিটিই তাঁর জন্মস্থানের পরিচয় বহন করে।

জন্মস্থান ও বেড়ে ওঠা (المولد والنشأة):

- **জন্মস্থান:** তিনি ইরাকের রাজধানী বাগদাদ নগরীর একটি বিখ্যাত মহল্লা বা উপশহর **'কারখ' (الْكَرْخ)**-এ জন্মগ্রহণ করেন। সেই সময় বাগদাদ ছিল ইলম ও সংস্কৃতির রাজধানী।
- **বেড়ে ওঠা:** তিনি এই কারখ এলাকাতেই লালিত-পালিত হন এবং সেখানেই তাঁর প্রাথমিক শিক্ষা ও ইলমী জীবন গড়ে ওঠে। বাগদাদের ইলমী পরিবেশে

বড় হওয়ার কারণে তিনি তৎকালীন শ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস ও ফকীহদের সান্নিধ্য লাভ করেছিলেন।

প্রশ্ন ৬৭: ইমাম কারখী যার কাছে শিক্ষা গ্রহণ করেছিলেন, তাঁর সবচেয়ে বিখ্যাত শায়খের নাম উল্লেখ কর।
(اذكر اسم أشهر شيخ تتلمذ عليه الإمام الكرخي.)

উত্তর:

ভূমিকা: ইমাম কারখী (রহ.) বহু মনীষীর কাছে ইলম শিক্ষা করেছেন। তবে ফিকহ শাস্ত্রে তিনি যার কাছে সবচেয়ে বেশি ঋণী এবং যার স্থলাভিষিক্ত হয়েছিলেন, তাঁর নাম নিচে উল্লেখ করা হলো।

বিখ্যাত শায়খ বা ওস্তাদ:

ফিকহ ও উসুল শাস্ত্রে তাঁর প্রধান ওস্তাদ ছিলেন হানাফী মাযহাবের তৎকালীন রইস বা প্রধান, ইমাম আবু সাঈদ আল-বারদাঈ (রহ.)।

আরবিতে নাম: (أَبُو سَعِيدٍ الْبَرْدَعِيُّ)

ইমাম কারখী (রহ.) দীর্ঘকাল তাঁর সোহবতে থেকে ফিকহের গভীর জ্ঞান অর্জন করেন এবং ওস্তাদের মৃত্যুর পর বাগদাদে হানাফী মাযহাবের নেতৃত্বের ভার তাঁর কাঁধেই অর্পিত হয়।

প্রশ্ন ৬৮: ইমাম কারখীর হাতে গড়ে ওঠা দু'জন বিখ্যাত ছাত্রের নাম উল্লেখ কর।
(اذكر اسمى تلميذين مشهورين تخرجا على يد الإمام الكرخي.)

উত্তর:

ভূমিকা: ইমাম কারখী (রহ.)-এর দরসে হাজারো ছাত্র অংশগ্রহণ করতেন। তাঁদের মধ্য থেকে এমন কয়েকজন ছাত্র বের হয়েছেন, যারা পরবর্তীতে ফিকহ জগতের নক্ষত্র হিসেবে স্বীকৃত হয়েছেন।

দুজন বিখ্যাত ছাত্র:

১. ইমাম আবু বকর আল-জাসসাস আর-রাযী (রহ.):

আরবি নাম: (أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ الرَّازِيُّ الْجَصَّاصُ)

পরিচিতি: তিনি ইমাম কারখীর সবচেয়ে প্রধান ছাত্র এবং তাঁর ইলমের ধারক। বিখ্যাত তাফসির গ্রন্থ 'আহকামুল কুরআন'-এর রচয়িতা তিনি।

২. ইমাম আবু আলী আশ-শাশী (রহ.):

আরবি নাম: (أَبُو عَلِيٍّ الشَّاشِيُّ)

পরিচিতি: তিনি উসুল শাস্ত্রের বিখ্যাত পাঠ্যবই 'উসুলুশ শাশী'-এর রচয়িতা। ইমাম কারখীর নিকট থেকেই তিনি ফিকহ ও উসুলের জ্ঞান লাভ করেন।

প্রশ্ন ৬৯: হানাফী ফিকহে কারখীর ইলমী অবস্থান কী ছিল? (ما هي مكانة الكرخي العلمية في الفقه الحنفي؟)

উত্তর:

ভূমিকা: হিজরি চতুর্থ শতকে ইরাকের জমিনে হানাফী ফিকহের ঝাণ্ডা যিনি সমুন্নত রেখেছিলেন, তিনি হলেন ইমাম আবূল হাসান আল-কারখী (রহ.)। ফিকহি silsilah বা শিকলে তাঁর অবস্থান ছিল মধ্যমণি বা মেরুদণ্ডস্বরূপ।

ইলমী অবস্থান (المكانة العلمية):

১. মাযহাবের নেতৃত্ব (رئاسة المذهب): তৎকালীন যুগে ইরাকে হানাফী মাযহাবের অবিসংবাদিত নেতৃত্ব তাঁর হাতেই ন্যস্ত ছিল। ঐতিহাসিকগণ একবাক্যে স্বীকার করেন:

(اِنْتَهَتْ إِلَيْهِ رِيَاسَةُ الْحَنَفِيَّةِ بِالْعِرَاقِ)

অর্থ: "ইরাকে হানাফী মাযহাবের নেতৃত্ব তাঁর মাধ্যমেই পূর্ণতা লাভ করেছিল।"

২. **মুজতাহিদ ফীল মাসাইল:** তিনি অন্ধ মুকাল্লিদ ছিলেন না, বরং তিনি ছিলেন 'আসহাবুত তাখরীজ' বা 'মুজতাহিদ ফীল মাসাইল'-এর স্তরের ফকীহ। ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর মূলনীতির আলোকে নতুন মাসআলা উদ্ভাবনে তাঁর জুড়ি ছিল না।

৩. **ফতোয়ার রেফারেন্স:** তৎকালীন ফতোয়া ও কাজা (বিচার) বিভাগে তাঁর রায়ই ছিল চূড়ান্ত দলিল। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের শিক্ষার্থীরা ফিকহ শেখার জন্য তাঁর দিকেই ছুটত।

প্রশ্ন ৭০: ইমাম কারখী তাঁর মর্যাদার নির্দেশক কোন উপাধিতে ভূষিত হয়েছিলেন? (بماذا لقب الإمام الكرخي من ألقاب تشير إلى منزلته؟)

উত্তর:

ভূমিকা: ইমাম কারখী (রহ.)-এর ইলম ও আমলের গভীরতা তাকে এমন উচ্চতায় নিয়ে গিয়েছিল যে, সমসাময়িক আলেমগণ তাঁকে সম্মানসূচক বেশ কিছু উপাধিতে বা লকব-এ ভূষিত করেছিলেন।

মর্যাদাপূর্ণ উপাধিসমূহ (الألقاب):

১. শাইখুল হানাফিয়্যাহ (شَيْخُ الْحَنَفِيَّةِ): হানাফী আলেমদের শাইখ বা মুরুব্বি।

২. ইমামুল ইরাকিয়্যিন (إِمَامُ الْعِرَاقِيِّينَ): ইরাকবাসীদের ইমাম।
৩. মুক্তাদা ফীল ফিকহ (الْمُقْتَدَى فِي الْفِقْهِ): ফিকহ শাস্ত্রে অনুসরণীয় ব্যক্তিত্ব।
তাঁর সম্পর্কে বলা হতো, তিনি ছিলেন তাঁর যুগের **'কুতুব'** বা ধ্রুবতারা, যাকে কেন্দ্র করে ইলমের চর্চা আবর্তিত হতো।

প্রশ্ন ৭১: ইমাম কারখী যে দুটি গুণাবলী (সদগুণ) এর জন্য বিখ্যাত ছিলেন, তা উল্লেখ কর।
(اذكر منقبتين (فضيلتين) اشتهر بهما الإمام الكرخي.)

উত্তর:
ভূমিকা: ইমাম কারখী (রহ.) কেবল ইলমের সাগর ছিলেন না, বরং আমল ও আখলাকের দিক থেকেও তিনি ছিলেন সালাফে সালেহীনের উজ্জ্বল নমুনা। তাঁর চরিত্রের দুটি বিশেষ গুণ সর্বজনবিদিত।
বিখ্যাত দুটি গুণ (المنقبتان):
১. যুহদ বা দুনিয়াবিমুখতা (الزُّهْدُ وَالْوَرَعُ): তিনি ছিলেন চরম পর্যায়ের জাহিদ। আব্বাসীয় খলিফারা তাঁকে বহু অর্থ-সম্পদ ও পদের প্রস্তাব দিলেও তিনি তা প্রত্যাখ্যান করেন। তিনি বলতেন:
(اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلْ رِزْقِي إِلَّا مِنْ حَيْثُ لَا أَدْرِي)
অর্থ: "হে আল্লাহ! আপনি আমার রিজিক এমন উৎস থেকে দেবেন না যা আমি আগে থেকে জানি (অর্থাৎ মানুষের দান বা অনুদান থেকে মুক্ত রাখুন)।"
২. **সবর বা ধৈর্য (الصَّبْرُ):** তিনি দীর্ঘকাল 'ফালিজ' (পক্ষাঘাত) ও 'কুলঞ্জ' (পেটব্যথা) রোগে আক্রান্ত ছিলেন। কিন্তু তিনি কখনো অভিযোগ করতেন না। শেষ বয়সে চরম অসুস্থতার মধ্যেও তিনি দরস দেওয়া বন্ধ করেননি। তাঁর এই ধৈর্য ছিল আইয়ুব (আ.)-এর ধৈর্যের মতো দৃষ্টান্ত।

প্রশ্ন ৭২: হানাফী মাযহাবে 'উসুলুল কারখী' কিতাবের মূল্য কী?
(ما هي قيمة كتاب "أصول الكرخي" في المذهب الحنفي؟)

উত্তর:
ভূমিকা: ইমাম কারখী (রহ.) রচিত 'রিসালাহ ফিল উসুল' বা 'উসুলুল কারখী' হানাফী মাযহাবের ইতিহাসে এক অনন্য সংযোজন। এটি আকারে ছোট হলেও ওজনে অনেক ভারী।

কিতাবের মূল্য ও গুরুত্ব (قيمة الكتاب):

১. মৌলনীতি নির্ধারণ: এটিই সম্ভবত হানাফী মাযহাবের প্রথম কিতাব, যেখানে ফিকহি মাসআলা থেকে বের করে আনা ৩৯টি (মতান্তরে ৩৭টি) মূলনীতি বা 'উসুল' লিপিবদ্ধ করা হয়েছে।

২. ইমামদের মতের ব্যাখ্যা: ইমাম আবু হানিফা, আবু ইউসুফ ও মুহাম্মদ (রহ.)-এর হাজারো ফতোয়া কোন যুক্তিতে বা কোন নীতির ভিত্তিতে দেওয়া হয়েছিল, তা এই কিতাবের মাধ্যমেই স্পষ্ট হয়।

৩. পরবর্তী কিতাবের ভিত্তি: ইমাম নাসাফী (রহ.)-এর বিখ্যাত 'উসুলুন নাসাফী' এবং অন্যান্য উসূল গ্রন্থের ভিত্তি হলো এই উসুলুল কারখী। এটি ছাড়া হানাফী উসূল শাস্ত্র অসম্পূর্ণ।

উপসংহার: মাদ্রাসার শিক্ষার্থীদের জন্য হানাফী ফিকহের 'মানহাজ' বা পদ্ধতি বোঝার জন্য এই কিতাবটি সংবিধানের মতো গুরুত্বপূর্ণ[1111]।

প্রশ্ন ৭৩: কারখী কীভাবে হানাফী মাযহাবের সেবা ও একে মজবুত করার ক্ষেত্রে অবদান রেখেছিলেন?

(كيف ساهم الكرخي في خدمة وتدعيم المذهب الحنفي؟)

উত্তর:

ভূমিকা: হিজরি চতুর্থ শতকে যখন বিভিন্ন মাযহাবের মধ্যে ইলমী প্রতিযোগিতা তুঙ্গে, তখন ইমাম কারখী (রহ.) হানাফী মাযহাবের জন্য এক মজবুত খুঁটি হিসেবে আবির্ভূত হন। মাযহাবের প্রচার ও প্রসারে তাঁর অবদান ছিল বহুমুখী।

মাযহাবের সেবায় অবদান (المساهمة في خدمة المذهب):

১. উসুল ও কাওয়াইদ সংকলন: তিনি সর্বপ্রথম হানাফী মাযহাবের মাসআলাগুলো থেকে 'উসুল' বা মূলনীতি বের করে সেগুলোকে লিপিবদ্ধ করেন। তাঁর রচিত 'রিসালাহ ফিল উসুল' মাযহাবের চিন্তাধারাকে সুশৃঙ্খল ও মজবুত ভিত্তির ওপর দাঁড় করায়। এর ফলে মাযহাবের স্থায়িত্ব নিশ্চিত হয়।

২. যোগ্য উত্তরসূরি তৈরি: তিনি ইমাম জাসসাস আর-রাযী (রহ.)-এর মতো মহান ফকীহ তৈরি করে যান, যিনি তাঁর মৃত্যুর পর মাযহাবের হাল ধরেন এবং তাঁর ইলমকে পরবর্তী প্রজন্মের কাছে পৌঁছে দেন।

৩. মাযহাবের প্রতিরক্ষা: সমসাময়িক শাফেয়ী ও অন্যান্য মাযহাবের আলেমদের সাথে ইলমী বিতর্কে তিনি হানাফী মাযহাবের দলিলগুলোকে অত্যন্ত বলিষ্ঠভাবে উপস্থাপন করতেন। তাঁর যুক্তি ও পাণ্ডিত্য মাযহাবের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণে সহায়ক ছিল।

উপসংহার: মূলত, ইমাম কারখী (রহ.) হানাফী মাযহাবকে কেবল রক্ষা করেননি, বরং একে এক নতুন তাত্ত্বিক কাঠামো দান করেছেন।

প্রশ্ন ৭৪: ইমাম কারখীর ফিকহের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য কী যা তাঁকে আলাদা করে?
(ما هي أبرز خصيصة تميز فقه الإمام الكرخي؟)

উত্তর:

ভূমিকা: প্রত্যেক ফকীহের নিজস্ব চিন্তাধারা বা 'মানহাজ' থাকে। ইমাম কারখী (রহ.)-এর ফিকহি চর্চার একটি স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য ছিল, যা তাঁকে অন্যদের থেকে আলাদা মর্যাদায় আসীন করেছে।

ফিকহের প্রধান বৈশিষ্ট্য (الخصيصة الفقهية):

তাঁর ফিকহের সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য হলো 'তাখরীজ' (التخريج) বা মূলনীতির আলোকে শাখা মাসআলা উদ্ভাবন।

- **বিশ্লেষণ:** তিনি অন্ধভাবে পূর্ববর্তীদের ফতোয়া নকল করতেন না। বরং তিনি ইমাম আবু হানিফা (রহ.) ও তাঁর সঙ্গীদের ইজতিহাদগুলো গভীরভাবে বিশ্লেষণ করে সেখান থেকে সাধারণ নিয়ম (General Rules) বের করতেন। এরপর সেই নিয়মের ওপর ভিত্তি করে নতুন নতুন সমস্যার সমাধান দিতেন।
- **সমন্বয়:** তিনি 'নকল' (বর্ণনা) এবং 'আকল' (যুক্তি)-এর মধ্যে চমৎকার সমন্বয় ঘটিয়েছিলেন। তাঁর এই বৈশিষ্ট্যের কারণেই হানাফী উসুল শাস্ত্র পূর্ণতা পায়।

প্রশ্ন ৭৫: ইমাম আবুল হাসান আল-কারখীর মৃত্যু কখন হয়েছিল? (বছর উল্লেখ কর)
(متى كانت وفاة الإمام أبي الحسن الكرخي؟ - اذكر العام)

উত্তর:

ভূমিকা: ইলম ও আমলের আকাশে দীর্ঘকাল আলো ছড়ানোর পর এই মহান মনীষী নশ্বর পৃথিবী ত্যাগ করেন। তাঁর মৃত্যুসন হানাফী ইতিহাসের এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়।

মৃত্যু সন (سنة الوفاة):

ইমাম কারখী (রহ.) ৩৪০ হিজরি সনে (আনুমানিক ৯৫২ খ্রিস্টাব্দে) ইন্তেকাল করেন।

মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮০ বছর। তাঁর মৃত্যুর সংবাদে বাগদাদসহ পুরো মুসলিম বিশ্বে শোকের ছায়া নেমে আসে। ইলমের এই বিশাল শূন্যতা পূরণ হতে দীর্ঘ সময় লেগেছিল।

প্রশ্ন ৭৬: ইমাম কারখীকে কোথায় দাফন করা হয়েছিল? (أين دفن الإمام الكرخي؟)

উত্তর:

ভূমিকা: বাগদাদ ছিল ইমাম কারখী (রহ.)-এর কর্মস্থল এবং শেষ নিবাস। তাঁর কবর জিয়ারত ও দোয়ার জন্য একটি পরিচিত স্থান।

দাফনস্থল (مكان الدفن):

তাঁকে বাগদাদ নগরীতে দাফন করা হয়। তিনি যেই মহল্লায় জন্মগ্রহণ করেছিলেন এবং জীবন অতিবাহিত করেছিলেন, সেই কারখ এলাকাতেই তাঁকে সমাহিত করা হয়।

ঐতিহাসিক বর্ণনা মতে, তাঁর জানাজায় অগণিত মানুষ অংশগ্রহণ করেছিল এবং তাঁর কবরের পাশে দাঁড়িয়ে বহু আলেম ও সাধারণ মানুষ তাঁর মাগফিরাতের জন্য দোয়া করেছিলেন। আল্লাহ তা'আলা তাঁকে জান্নাতুল ফিরদাউস নসিব করুন। আমিন।